গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

প্রেস ব্রিফিং

কারা সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপন

"বন্দিদের সংশোধন, সমাজে পূনর্বাসন" এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে যাচ্ছে এবারের কারা সপ্তাহ-২০১৭। কারা প্রশাসন তার অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে। এক সময়ে কারাগার শুধুমাত্র সাজা কার্যকরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হতো। বর্তমানে বন্দিদের সাজা কার্যকরের পাশাপাশি তারা যেন কারাগার থেকে বেরিয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে সে উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে তাদেরকে সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনে কারা প্রশাসন বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমাজের ঘুনে ধরা মানুষদের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পূনর্বাসনের লক্ষ্যে কারাগারে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তম্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য প্লাম্বার, টাইলস লেইন, মেসনরী, মোকাসিন তৈরী, হাউসহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এসি/ফ্রিজ মেরামত, ভারমি কমপোষ্ট, মাশরুম চাষ, পুরুষ এবং মহিলা মেকওভার কোর্স ইত্যাদি। এছাড়া বন্দিদের মানসিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদেরকে ধর্মীয় ও আত্মিক শিক্ষা প্রদান করার পাশাপাশি মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশনের লক্ষ্যেও কারাগারে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারাগারের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ততটা ওয়াকিবহাল না থাকায় তাদের মধ্যে কারা প্রশাসন সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। তাই কারা প্রশাসনের হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের জনগণ তথা সাধারণ মানুষকে ধারণা প্রদান, কারা কর্মচারিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করাই মূলত কারা সপ্তাহ উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

১। কারা সপ্তাহ উদযাপনের পূর্বাপর ঃ

কারা বিভাগে প্রথম কারা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। তবে, এটি কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তদানিন্তন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় কারা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে। ২০০৭ সালের ২৪ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এ কারা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। কারা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ৩০.৪.২০০৭ তারিখ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্যারেড মাঠে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে তৎকালীন মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল উপস্থিত থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

তৃতীয় কারা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ১৭ এপ্রিল হতে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে মাননীয় উপদেষ্টা মেজর জেনারেল এম এ মতিন (অবঃ) বিপি পিএসসি উপস্থিত থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের পর মাননীয় প্রধান অতিথি মহোদয় কারা মেলার শুভ উদ্বোধন করেন এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন।

ঢাকা বা পাশ্ববর্তী জেলায় কারা বিভাগের মান সম্পন্ন মাঠ না থাকায় আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার স্থান সংকুলান, সালামী প্রদান এবং আনুষঙ্গিক কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ ছিল না বিধায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত কারা সপ্তাহ, ঢাকায় উদযাপন করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কারা সপ্তাহ উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

কারা সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন ঃ

২০১৪ সালে গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গনে প্যারেড মাঠ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সন্নিবেশিত করে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে কারা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন করেন **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** । ২৩ শে ডিসেম্বর উক্ত উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ২৩-২৯ শে ডিসেম্বর সারাদেশে একযোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কারা সপ্তাহ উদযাপিত হয়।

কারা সপ্তাহ ২০১৬ উদযাপন ঃ

পূর্ববতী ধারাবাহিকতায় একইভাবে আগামী ২০-২৬ জানুয়ারি **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান** অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কারা সপ্তাহ ২০১৬ শুভ উদ্বোধন করার কথা থাকলেও আকস্মিক অসুস্থতার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হতে না পারায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সশস্ত্র অভিবাদন গ্রহণ এবং কারা সপ্তাহ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উক্ত উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে এক যোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কারা সপ্তাহ উদযাপিত হয়।

২। **কারা সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপন ঃ**

পূর্ববতী ধারাবাহিকতায় একইভাবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০৪ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কারা সপ্তাহ-২০১৭ উদযাপন করা হবে। কারা সপ্তাহ ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। কারা সপ্তাহ ২০১৭ নিয়ে কারা কর্মকর্তাদের মাঝে প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে এবং তা সফলভাবে উদযাপিত হবে বলে কারা কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করে।

৩। কারা সপ্তাহ উদযাপনের উদ্দেশ্য ঃ

১। সেবার মান বৃদ্ধি।

২। কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া। সেলক্ষ্যে এবারের কারা সপ্তাহের স্লোগান **"বন্দিদের সংশোধন, সমাজে পূনর্বাসন।**

৩। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি।

৪। কারা বিভাগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন।

৫। কারা কর্মচারি এবং কারাবন্দি ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেতু বন্ধন সৃষ্টি।

৬। কারা কর্মচারিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন।

৭। সমাজে অন্য স্বাভাবিক শিশুদের মত কারাগারে আটক মায়ের সাথে শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।

৮। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বিস্তার ঠেকাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

৪। কারা সপ্তাহ ২০১৪ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি ঃ

কারা সপ্তাহ ২০১৪ এর উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কারা বিভাগের উন্নয়নে কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যা নিম্নরুপ ঃ

ক। কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধি করণ।

খ। সর্বস্তরের কারা কর্মচারিদের জন্য পোষাক ও র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন।

গ। রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করণ।

ঘ। বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ২০১৫ এর মধ্যে কেরানীগঞ্জে স্থানান্তর।

ঙ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও চারনেতা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করণ।

চ। বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কিছু জমিতে কারা কর্মচারীদের কল্যাণে কারা কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, যেখানে পুরাতন ঢাকাবাসীর বিনোদনের জন্য সিনেপ্লেক্স, সুইমিংপুল, ফুডকোর্ট, বহুতল পার্কিংসহ কনভেনশন সেন্টার থাকবে।

ছ। কারা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তন।

৫। কারা সপ্তাহ ২০১৪ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ঃ

ক। কারা বিভাগের জন্য সম্প্রতি নবসৃষ্ট ৩১০৭টি পদ আদেশ জারী করা হয়েছে। অতিশীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

খ। কারা কর্মচারিদের নতুন র‍্যাংক ব্যাজ ও পোশাক অনুমোদনের ধারাবহিকতায় সম্প্রতি বাংলঅদেশ পোশাক নীতিমালা-২০১৬ জারী করা হয়েছে।

গ। ইতোমধ্যেই **কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,** ঢাকার প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ **কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী** নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন হয়ে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

ঘ। গত এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জ শুভ উদ্বোধন করেন **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**। ইতোমধ্যে বন্দি স্থানান্তরের মাধ্যমে এর কার্যক্রম চালু হয়েছে।

ঙ। বঙ্গবন্ধু ও চারনেতা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে।

চ। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমিতে পুরাতন ঢাকাবাসীর বিনোদনের জন্য পার্ক,সিনেপ্লেক্স, সুইমিংপুল, ফুডকোর্ট, বহুতল পার্কিংসহ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ ও সবুজের সমারোহ তৈরীতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬। কারা সপ্তাহ ২০১৭ তে ৬৮টি কারাগারে সপ্তাহব্যাপি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম ঃ

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০৪ মার্চ ২০১৭ সপ্তাহব্যাপী সারা দেশে যে অনুষ্ঠান/কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপিত হবে তা নিম্নরূপ ঃ

ক। সকল কারাগারে সপ্তাহব্যাপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে।

খ। সম্ভাব্য কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য নিয়ে কারা মেলার আয়োজন করা হবে।

গ। কারারক্ষি ও কারাবন্দিদের বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

ঙ। কারা কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

চ। কারারক্ষিদের বিশেষ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।

ছ। কারা বন্দিদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হবে।

জ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ফজরের নামাজের পরে সকল কারা মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

ঝ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকালে দেশের সকল কারাগারে জাতীয় ও বিভাগীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

ঞ। কারা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করা হবে।

ট। কারা কর্মচারি এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হবে।

ঠ। বন্দিদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

৭। বিদ্যমান কারাবন্দিদের পরিসংখ্যান ঃ

বর্তমানে দেশের ৬৮টি কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৬৬১৪ জন এবং তার বিপরীতে বর্তমানে ৭৬৭৬৮ জন বন্দি আটক আছে (গত ২২.০২.২০১৭ খ্রিঃ এর তথ্যমতে)। আটক বন্দিদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

ধারণ ক্ষমতা		আটক বন্দি		আটক বন্দির মধ্যে				মানসিক রোগাক্রান্ত	মাদকাসক্ত	মায়ের সাথে থাকা শিশু
পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	সাজা প্রাপ্ত	বিচারাধীন	আরপি	মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত			
৩৪৯৪০	১৬৭৪	৫৭৬০৫	২৩৪০	১৮১০৩	৫৮৫৮২	৮৩	১৩৭০	৫৩৭	৭১৩৫	২৭৮

৮। কারা সপ্তাহ ২০১৭ এর বিস্তারিত কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ ঃ

* **কারা সপ্তাহ ২০১৭ এ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ঃ** মাননীয় মন্ত্রীবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এমপি, তিন বাহিনীর প্রধান, সিনিয়র সচিববৃন্দ, সচিববৃন্দ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
* **প্যারেডে অংশগ্রহণকারী ঃ** ৩০২ জনের একটি চৌকষ দল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সশস্ত্র অভিবাদন প্রদান করবেন।
* **অস্ত্রবিহীন মহড়া প্রদর্শনী ঃ** ২৬ জনের একটি প্রশিক্ষিত ও চৌকষ দল অস্ত্রবিহীন শারিরীক কসরত প্রদর্শন করবেন।
* **রক্তদান কর্মসূচী ঃ** ICRC এর তত্ত্বাবধানে ও BDRCS এর সহযোগিতায় কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে রক্তদান কর্মসূচী পালিত হবে।
* **প্রকাশনা ঃ** কারা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে একটি সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ **কারা বার্তা** প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১ম বারের মত কারা সপ্তাহ ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে **BANGLADESH PRISONS STATISTICS** মোড়ক উন্মোচন হবে।
* **ক্রোড়পত্র প্রকাশ ঃ** আগামী ২৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ কারা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব ও কারা মহাপরিদর্শক এর বানী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।
* **কারা মেলা ঃ কারাগারের পন্য কিনুন, বন্দি পুনর্বাসনে এগিয়ে আসুন** এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে "কারা সপ্তাহ ২০১৭" উপলক্ষ্যে **কেন্দ্রীয়ভাবে কাশিমপুরে কারা মেলা উদ্বোধন** এবং কারাগার পর্যায়ে (যে সকল কারাগারে সম্ভব) জাঁকজমকপূর্ণভাবে কারা মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। কারা মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কারা মেলায় বন্দিদের দ্বারা কারাগারে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থান পাবে।
* **ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ** সাতটি বিভাগের সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া কারাগার পর্যায়ে কর্মচারী এবং বন্দিদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
* **কারা কর্মচারিদের সম্মেলন ঃ** কারা উপমহাপরিদর্শক, সিনিয়র জেল সুপার,জেল সুপারদের নিয়ে ১লা মার্চ ২০১৭ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মহোদয়ের উপস্থিতিতে সারাদিন ব্যাপী কারা কর্মকর্তা সম্মেলন কারা অধিদপ্তর, কনফারেন্স রুম, ৪র্থ তলায় অনুষ্ঠিত হবে।

* **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ** কেন্দ্রীয়ভাবে এবং কারাগার পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

* বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ এর আয়োজন থাকবে।

৯। **ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ উদ্বোধনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টির বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

* **বন্দিদের ফোনে কথা বলার সুযোগঃ** গত ১০ ই এপ্রিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ শুভ উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কারাগারে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারাবন্দিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের ৭ম পর্বের উপস্থাপিত কারাবন্দিদের ফোনে কথা বলা সংক্রান্ত "Prison Link" প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন পায়। কারাগারে ফোন বুথ স্থাপনের বিষয়ে পাইলট প্রকল্প টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে এটুআই এর সহযোগিতায় বন্দিদের সাথে মোবাইলে কথা শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা যচ্ছে।

* **ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কারাগার থেকে বিচার কার্যক্রমঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খুব শীঘ্রই বিজ্ঞ আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এটুআই এর সহযোগিতায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ ও কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানরত জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দিদের বিচার কার্যক্রম এ প্রক্রিয়ায় চালুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

* **বন্দিদের কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারা অধিদপ্তর থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবনা সরকারের নিকট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের অদ্যাবধি কারা বিভাগের উন্নয়নের সার-সংক্ষেপ ঃ

নতুন নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পসমূহ

বর্তমান সরবকারের অদ্যাবধি মোট ১০টি কারাগার (হাইসিকিউরিটি, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নীলফামারী, মেহেরপুর, নাটোর, নেত্রকোনা, বি-বাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ) নূতনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থান স্থলে ১টি কারাগার (চট্রগ্রাম) সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৭টি কারাগার (ঢাকা কেরানীগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, ফেনী, মাদারীপুর, পিরোজপুর ও কিশোরগঞ্জ) নতুনভাবে নির্মাণ এবং বর্তমান অবস্থানস্থলে ৫টি (বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী ও বরিশাল) কারাগার পুনঃ নির্মাণ ও ১টি কারাগার (দিনাজপুর) সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ কাজ চলছে। কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ, মহিলা কারারক্ষিদের আবাসন প্রকল্প এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প চলতি অর্থ বছরে একনেক এর অনুমোদন করেছে, খুব শিঘ্রই কাজ শুরু হবে।

বন্দিদের ডাটাবেজ নির্মাণ ঃ

দেশের আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে অপরাধীদের সহজে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে "বন্দিদের ডাটাবেজ" তৈরী করা অপরিহার্য। কারা অধিদপ্তর ও র‌্যাব হেডকোয়ার্টারের যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিভাগের বেশ কয়েকটি কারাগারে ডাটাবেজ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল কারাগারে এ কার্যক্রম চালু হবে।

বন্দি পূণর্বাসন প্রশিক্ষণ স্কুল ঃ

'বন্দির হাত হোক কর্মীর হাত" এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে কাশিমপুর কেন্দ্রিয় কারাগার-২ তে "বন্দি পূণর্বাসন প্রশিক্ষণ স্কুল" স্থাপন করা হয়েছে এবং বন্দিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল কারাগারে এ প্রশিক্ষন কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগারে পরিবর্তিত করা হবে এ প্রত্যাশা নিয়ে কারা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ঃ

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রদর্শনী কেন্দ্রে দেশের কারাগারগুলোতে বন্দিদের হাতের তৈরী বিভিন্ন ধরণ/ডিজাইনের হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

কারা ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস ঃ

বন্দিদের মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের জন্য কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে একটি অত্যাধুনিক কারা ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু করা হয়েছে।

কারাগারে কুটির শিল্প ও বেকারী স্থাপন ঃ

দেশের অধিকাংশ কারাগারে বাঁশ, বেত দ্বারা মোড়া, চেয়ার তৈরি, কাপড় বুনন, কার্পেট তৈরি ইত্যাদি হস্ত ও কুটির শিল্প চালু আছে। এছাড়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে একটি বেকারী চালু করা হয়েছে। উক্ত কুটির শিল্প এবং বেকারী থেকে উৎপাদিত মালামাল বিক্রি করে কারাগারের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে, যা বন্দি ও কর্মচারীদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।

অপরদিকে উক্ত হস্ত ও কুটির শিল্পে এবং কারা বেকারীতে কাজ করে বন্দিরা প্রশিক্ষিত জনবলে পরিনত হচ্ছে এবং কারাগার থেকে মুক্তির পর তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে অথবা নিজেরা দোকান বা বেকারী চালু করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে।

কারা বিভাগে আইসিটি ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

কারা বিভাগের একটি পূর্ণাঙ্গ াইসিটি সেল চালু করতঃ সকল কারাগারে ইন্টানেট সংযোগ প্রদান করে ই-মেইলের মাধ্যমে জরুরী তথ্য আদান-প্রদান পূর্বক কারা প্রশাসনের কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থাও কারা বিভাগের চালু করা হয়েছে।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

কারাগার থেকে মুক্তির পর একজন বন্দি যাতে সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে অন্য দশ জন মানুষের সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে কারাগারে আটক বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে যেমন- প্লাম্বার টাইলস লেইস মেসনরী মোকাসিন তৈরী হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এসি/ফ্রিজ মেরামত, ভারমি কমপোষ্ট, মাশরুম চাষ পুরুষ এবং মহিলা মেক ওভার কোর্স বিউটিশিয়ান ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের সাজা কার্যকর ঃ

উচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের সাজাপ্রাপ্তদের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া মানবতা বিরোধী অপরাধের বেশ কিছু মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

দরবারে উত্থাপিত সম্ভাব্য পয়েন্ট সমূহ

১. **<u>সহকারি প্রধান কারারক্ষি থেকে কারা মহাপরিদর্শক পদে ১১ ধাপে বেতন গ্রেড উন্নীতকরণঃ</u>** জেল সুপার পদটি জেলা পর্যায়ের একটি দপ্তর প্রধানের পদ। জেলা পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তর প্রধানের সাথে এই পদের বেতন গ্রেড বৈষম্য থাকায় জেল সুপার যেমনিভাবে হীনমন্যতায় ভোগেন তেমনিভাবে অন্যান্য দপ্তরের সাথে কাজ করতে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। বর্তমানে এই পদটির বেতন গ্রেড ৮ম। জেল সুপার পদের ফিডার পদ জেলার এবং এই পদের বেতন গ্রেড ৯ম। জেল সুপার পদটি পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ হলেও পদটির বেতন গ্রেড পদোন্নতি প্রাপ্ত বেতন গ্রেড নয়। অর্থাৎ ৯ম গ্রেড পরবর্তি পদোন্নতি ধাপ হলো ৭ম গ্রেড। সেখানে জেল সুপার পদটি এক গ্রেড নীচে ০৮ম গ্রেডে পদোন্নতি পাচ্ছে। জেল সুপারের পরবর্তি পদোন্নতি পদ সমূহে একই সমস্যা বিরাজমান থাকায় উক্ত পদ গুলোর বেতন গ্রেড অন্যান্য দপ্তরের পদের সাথে সামঞ্জস্যহীন। **অন্যান্য বাহিনীর পদসমূহের সাথে কারা অধিদপ্তরের পদসমূহের বৈষম্য নিরসন করে সমতা আনয়ন করলে, কারা বিভাগের কর্মচারিদের মর্যাদাবোধ, ভাবমুর্তি এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষ প্রশাসন নিশ্চিত করার স্বার্থে কারা অধিদপ্তরের সহকারি প্রধান কারারক্ষি হতে কারা মহাপরিদর্শক পর্যন্ত ১১ (এগার) স্তরের পদে বেতন গ্রেড উন্নীত করার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।**

২. **<u>কারা প্রশাসনের উর্ধ্বতন পদধারী কর্মচারিদের ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভূক্ত করণঃ</u>** কারা প্রশাসন বর্তমানে সরকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড উর্ধ্ব ১৭৫ জন কর্মচারি প্রাধিকারভূক্ত আছেন। নতুন জনবলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ অতিক্রম করবে। কারা ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ডেপুটি জেলারদের এন্ট্রি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসেবে অনুমোদন দিয়ে জেল সার্ভিসকে ক্যাডারভূক্ত করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান আরো যুগোপযোগী হবে। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি।

৩. **<u>প্রত্যেকটি জেলার সরকারি হাসপাতালে একটি প্রিজন্স সেল তৈরীঃ</u>** জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রিজন্স সেল না থাকায় বিভিন্ন বন্দি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ রোগীদের সাথে ভর্তি থাকে। তাতে বন্দিদেরকে প্রহরায় অধিক কারারক্ষির প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন সময় নিরাপত্তা প্রয়োজনে বন্দিদেরকে হাতকড়া/ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে রাখতে হয় যা মানবাধিকার পরিপন্থি বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। এমতাবস্থায়, অন্য রোগীগণ ও বিব্রতবোধ করেন। সুতরাং প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে বন্দিদের জন্য আলাদা প্রিজন সেল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সুবিবেচনা কামনা করছি।

৪. **<u>হাসপাতাল ডিউটি অ্যালাউন্স ঃ</u>** হাসপাতালে বন্দি ভর্তি থাকলে কারারক্ষিগণ নিজ কারাগারের বাহিরে হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়। হাসপাতালে ডিউটিকালীন খাবার সময় কারারক্ষিদেরকে নিজস্ব অর্থ খরচ করে রেস্টুরেন্ট থেকে আহার গ্রহণ করতে হয়। নিজের পরিবারের সাথে আহার গ্রহণ করলে নিজ বেতনের অর্থের উপর এই চাপ পড়তো না। অন্যান্য বাহিনী নিজ ক্যাম্পের বাহিরে ডিউটিকালে বিভিন্ন ধরণের ভাতা পেয়ে থাকেন। সুতরাং হাসপাতাল ডিউটিকালীন সময়ে অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য কারারক্ষিদের জন্য হাসপাতাল ডিউটি অ্যালাউন্স প্রবর্তন করলে কারারক্ষিগণ উপকৃত হতো। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি।

৫. **<u>হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য যানবাহনসহ প্রতিটি কারাগারে অতিরিক্ত ১টি পিকআপ এবং এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহঃ</u>** প্রতিটি কারাগারে শুধুমাত্র ১টি পিকআপ প্রাধিকার আছে। উক্ত পিকআপটি সার্বক্ষণিক কারাগারের প্রশাসনিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বন্দি রোগীদের হাসপাতালে গমনের জন্য কোন এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় সঠিক সময়ে রোগী পরিবহন ব্যহত হয় এবং কারারক্ষিগণের হাসপাতাল ডিউটিতে গমনাগমনের জন্য কোন গাড়ী প্রদান করা সবসময় সম্ভব হয় না। নিজ বেতনের টাকা খরচ করে রিক্সা ভাড়া দিয়ে ডিউটিতে যেতে হয়। এমতাবস্থায় প্রতিটি কারাগারে কমপক্ষে ২টি পিকআপ এবং ১টি এ্যাম্বুলেন্স প্রাধিকারভূক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সুদৃষ্টি কামনা করছি।

ক্রোড়পত্র-ক/১

কেন্দ্রীয়ভাবে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পালনীয় কর্মসূচী ঃ

দিন	ক্রঃ নং	সময়		বিষয়	স্থান	মন্তব্য
		হতে	পর্যন্ত			
১ম দিন (২৬.০২.২০১৭) রবিবার	ক	০৫৩০ ঘঃ	০৬০০ ঘঃ	ফজরের নামাজ শেষে দোয়া মাহফিল	সকল কারা জামে মসজিদ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পালন করবেন
	খ	০৬০০ ঘঃ	০৬১৫ ঘঃ	জাতীয় ও বিভাগীয় পতাকা উত্তোলন	কারা অধিদপ্তর, সকল বিভাগীয় দপ্তর এবং কারাগারসমূহ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পালন করবেন
	গ	১০৩০ ঘঃ	১১০০ ঘঃ	অতিথিবৃন্দের আগমন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন প্যারেড মাঠ	আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ দর্শক সারিতে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করবেন। অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানাবেন।
	ঘ	১১০০ ঘঃ		মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন	কারা পরিদর্শন বাংলো	কারা মহাপরিদর্শক অভ্যর্থনা জানাবেন
	ঙ	১১১৫ ঘঃ	১১১৭ ঘঃ	সালাম গ্রহণ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে সালাম গ্রহণ করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক মঞ্চে থাকবেন।
	চ	১১১৭ ঘঃ	১১২৭ ঘঃ	প্যারেড পরিদর্শন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন করবেন। কারা মহাপরিদর্শক ও প্যারেড কমান্ডার জীপ এ মাননীয় মন্ত্রীর সাথে থাকবেন।
	ছ	১১২৭ ঘঃ	১১৩০ ঘঃ	বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে কারা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক সাথে থাকবেন।
	জ	১১৩০ ঘঃ	১১৩৫ ঘঃ	সেরা কারাগার ও বিভাগকে ক্রেস্ট প্রদান	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রেস্ট প্রদান করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক সাথে থাকবেন এবং অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক সহযোগিতা করবেন।
	ঝ	১১৩৫ ঘঃ	১১৪০ ঘঃ	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	-
		১১৪০ ঘঃ	১১৫০ ঘঃ	জলদি গতিতে মার্চ পাষ্ট করে প্যারেড এর মাঠ ত্যাগ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্চ থেকে বিদায় জানাবেন। সাথে মাননীয় সচিব ও কারা মহাপরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।
	ঞ	১১৫০ ঘঃ	১২০০ ঘঃ	শারীরিক কসরত প্রদর্শন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করবেন।
	ট	১২০০ ঘঃ	১২১৫ ঘঃ	রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (কারা) সাথে থাকবেন।
	ঠ	১২১৫ ঘঃ	১২৩০ ঘঃ	কারা পণ্য 'মেলা' পরিদর্শন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (কারা) সাথে থাকবেন।
	ড	১২৩০ ঘঃ	১২৫০ ঘঃ	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ দরবার	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, কারা মহাপরিদর্শক মঞ্চে থাকবেন এবং কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গনে আগত সকল কারা কর্মচারি (কর্তব্যরত ব্যতীত) দরবারে উপস্থিত থাকবেন। অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক দরবার হস্তান্তর করবেন।
	ঢ	১২৫০ ঘঃ	১২৫৫ ঘঃ	প্রিজন পপুলেশন স্ট্যাটিসটিকস-২০১৭ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোড়ক উন্মোচন করবেন। মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (কারা), অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক সাথে থাকবেন।
	ণ	১২৫৫ ঘঃ	১৩২৫ ঘঃ	অতিথিবৃন্দের আপ্যায়ন	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দ
	ত	১৩২৫ ঘঃ	১৩৩০ ঘঃ	মন্তব্য বহি স্বাক্ষরকরণ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য বহি স্বাক্ষর করবেন
	থ	১৩৩০ ঘঃ	১৩৪০ ঘঃ	কারা কর্মকর্তাদের সাথে আলোকচিত্র গ্রহণ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	প্যারেড গ্রাউন্ডে পোডিয়াম এর সম্মুখে জেল সুপার হতে তদুর্ধ্ব সকল কারা কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকবেন।
	দ	১৩৪০ ঘঃ		মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্থান	-	মাননীয় সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (কারা), অতিরিক্ত কারা মহাপরিশক, উপ-সচিব (কারা) এবংকারা উপ মহাপরিদর্শকগণ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদায় জানাবেন।
	ধ	১৯০০ ঘঃ	১৯৩০ ঘঃ	কারা কর্মকর্তাদের নৈশ ভোজ	কাশিমপুর কারা প্রাঙ্গন	আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দ
	ন	১৯৩০ ঘঃ	২২০০ ঘঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	দরবার/লেকচার শেড	অভ্যন্তরীন এবং আমন্ত্রিত শিল্পী

পোশাকঃ আনুষ্ঠানিক

ক্রোড়পত্র-ক/২

কারাগার/মাঠ পর্যায়ে পালনীয় কর্মসূচী ঃ

কারা সপ্তাহ/২০১৭ এর মাঠ পর্যায়ের পালনীয় নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচীতে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে পুরো কারা সপ্তাহ সফল করার জন্য বলা হলো ঃ

দিন ও তারিখ	সময়		বিষয়	মন্তব্য
	হতে	পর্যন্ত		
১ম দিন ২৬/০২/২০১৭ রবিবার	০৫৩০ ঘঃ	০৬০০ ঘঃ	ফজরের নামাজ শেষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল	-
	০৬৩০ ঘঃ		জাতীয় ও বিভাগীয় পতাকা উত্তোলন	কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিধান করবেন
	১১০০ ঘঃ	১১১০ ঘঃ	স্থানীয় কারা মেলা উদ্বোধন	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
২য় দিন ২৭/০২/২০১৭ সোমবার	১০০০ঘঃ	১১০০ঘঃ	স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী (ঐচ্ছিক)	-
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
৩য় দিন ২৮/২/২০১৭ মঙ্গলবার	১০০০ ঘঃ	১২০০ ঘঃ	চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা (ঐচ্ছিক)	
	১৪০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
৪র্থ দিন ০১/০৩/২০১৭ বুধবার	০৮৩০ ঘঃ	০৯৩০ ঘঃ	কারারক্ষিদের বিশেষ প্যারেড (ড্রেসি প্যারেডের আদলে)	
	১০৩০ ঘঃ	১১০০ ঘঃ	বন্দিদের বিশেষ দরবার	
	১৩০০ ঘঃ	১৪০০ ঘঃ	বন্দিদের প্রীতিভোজ	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
৫ম দিন ০২/০৩/২০১৭ বৃহস্পতিবার	০৯৩০ ঘঃ	১০৩০ ঘঃ	কারারক্ষিদের বিশেষ দরবার	
	১৪০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	বন্দিদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
৬ষ্ঠ দিন ০৩/০৭/২০১৭ শুক্রবার	০৯৩০ ঘঃ	১১০০ ঘঃ	বন্দিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।
৭ম দিন ০৪/০৩/২০১৭ শনিবার	১৯৩০ ঘঃ	২২৩০ ঘঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (কর্মকর্তা/কর্মচারি ও পরিবারবর্গ)	
	২০৩০ ঘঃ	২১০০ ঘঃ	প্রীতি ভোজ	
	১০০০ ঘঃ	১৬০০ ঘঃ	তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।

*** সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপারগণ কারা উপ মহাপরিদর্শকের সাথে পরামর্শক্রমে অনুষ্ঠান সূচীর পরিবর্তন/ সমন্বয় করতে পারবেন।**

*** তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমাধান প্রতিবেদন কারা উপ মহাপরির্দর্শক এর মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।**

২। স্থায়ীয় কারা প্রাঙ্গনে ০৭(সাত) দিনব্যাপী পালনীয় ঃ (প্রত্যহ)

ক) প্রাতঃকালে জাতীয় ও বিভাগীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে ;

খ) কারা ফটক এবং সাক্ষাৎকার কক্ষে ব্যানার টানানো থাকবে, ফেস্টুন প্রদর্শিত হবে ও আলোকসজ্জা করতে হবে ;

৩। 'কারা সপ্তাহ/২০১৭' উপলক্ষে (যে সকল কারাগারে সম্ভব) জাঁকজমকপূর্ণভাবে কারা মেলার আয়োজন করতে হবে। কারা মেলায় কারাগারে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থান পাবে।